দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষায় বরাদ্দ অর্থের বড় অংশ খায় দুর্নীতিবাজরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গত এক যুগে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। এরপরও শিক্ষা খাতের বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ইউনেস্কোর হিসাব মতে মোট বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বর্তমান বরাদ্দ বাজেট ১১ দশমিক ৩০ শতাংশ। এ অর্থেরও বড় অংশ চলে যায় দুর্নীতিতে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে বরাদ্দ দেয়া হয় খুব সামান্য। শিক্ষা গবেষণা সম্পূর্ণ বিনিয়োগ শূন্য। অ্যাকশন এইড এবং ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইআইডি) গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন আইআইডি'র প্রধান নির্বাহী সাইদ আহমেদ।

অ্যাকশন এইড ও আইআইডির গবেষণা

গতকাল শনিবার অর্থনীতি সমিতির সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক হান্নানা বেগম, অ্যাকশন এইডের ব্যবস্থাপক খোন্দকার লুৎফুল খালেদসহ আরও অনেকে।

কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, শিক্ষায় অর্থ মূল সমস্যা নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই শিক্ষায় উন্নতি করতে হলে শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে। শিক্ষা কমিশন হলে শিক্ষা প্রশাসনে শৃঙ্খলা আসবে।

ড. আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারের সাথে বাজেটের মিল থাকে না। তিনি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান। অবকাঠামো এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কওমি মাদ্রাসাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন হান্নানা বেগম। তিনি বলেন, একটি বিশাল জনগোষ্ঠী সরকারের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া চলতে পারে না। তাছাড়া এদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

গবেষণার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে সাইদ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। মেধার চেয়ে স্বজনপ্রীতি বা অন্য যোগসাজস প্রাধান্য পায়। পাশাপাশি শিক্ষকদের কম বেতন এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ হারাচ্ছে। তবে এ সময়ে শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ বেশ ভাল করেছে বলেও গবেষণায় উঠে আসে।

২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার ৪৭ দশমিক ২০ শতাংশ থেকে কমে ৩৯ দশমিক ৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। সাফল্যের হার ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশে।

গবেষণায় প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প শিক্ষাদান পদ্ধতির বাস্তবায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বাড়ানো, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তির আওতা বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।